

বাঁশখালী এই বর্ষরত্নার শেষ কোথায়



পুষ্প রাণী শীলের ৩ মেয়ে আঙনে পুড়ে যায়

বাঁশখালী থেকে ফিরে সুমি খান

চট্টগ্রামের বাঁশখালীর সাধনপুরের শীলপাড়ায় গত ১৮ নবেম্বর মধ্যরাতে দাহ্য পদার্থ ছুড়িয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে তিন দিনের শিশু কার্তিকসহ ১১ জনকে। মাটির দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে গুরুতর আহত হলেও প্রাণে বেঁচে যান নিহত তেজেন্দ্র শীলের পুত্র পল্লী চিকিৎসক বিমল শীল। নিহতদের স্বজন ও এলাকাবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস ৮ম সংসদ নির্বাচন-পরবর্তী সংখ্যালঘু নির্ধারিত-নির্গীড়ন নিধন বিতাড়ন যজ্ঞের নির্মম ধারাবাহিকতায় নৃশংসতম সংযোজন বর্বরোচিত এ ১১ হত্যাকাণ্ড। যার নেপথ্যের হোতা হিসেবে অভিযুক্ত হচ্ছে থানা বিএনপি সেক্রেটারি আমিনুর রহমান চৌধুরী, যিনি বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর আপন চাচাতো ভাই। বাঁশখালীতে গত দু'বছরের ঘটে যাওয়া ১৮ জনের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা, অসংখ্য ধর্ষণ, নির্ধাতন, বিতাড়নের পর এ পর্যন্ত কোনো মূল আসামিও গ্রেপ্তার হয়নি। প্রশাসন জোর গলায় 'নিছক ডাকাতি বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে প্রতিটি ঘটনা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী স্বয়ং সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, ১১ জনের হত্যা নৃশংস বর্বর, তবে তা নিছক ডাকাতি ছাড়া কিছুই নয়। এদিকে এ অপচেষ্টায় মূল হোতাদের বাঁচিয়ে ঘটনা ভিন্ন খাতে নেয়া হচ্ছে। পিছিয়ে দেয়া হচ্ছে তদন্ত কার্যক্রম। ঘটনার ১২ দিন পর তদন্তকারী কর্মকর্তা বদল

করা হয়েছে। মূল অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হলে বেরিয়ে যেতে পারে থলের বেড়াল। মুখোশ খুলে যেতে পারে রাঘব বোয়ালদের। ধীরে ধীরে ধামাচাপা পড়ে যেতে পারে পুরো বিষয়টি আরো অনেক ভয়াবহ নৃশংস অপরাধের মতো, এ আশঙ্কা নিহত ১১ জনের স্বজনদের। তাদের সামনে এখন শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা, নিরাপদ আশ্রয় এবং এ নৃশংসতার হোতা মূল অপরাধীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রধান প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রশাসন যার কোনোটির প্রতিই সতর্ক পদক্ষেপে সচেষ্ট হবার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করেছে বাঁশখালীর



ললিত মোহনশীল ও নাতনী হারিয়ে পাগল

জনগণ। এদের ক্ষুদ্র শোকার্ত জিজ্ঞাসা এই বর্বরদের যদি একইভাবে জীবন্ত পোড়ানো হতো! না, তা তো হবেই না, বাড়তি পুরস্কার হিসেবে আমিন চেয়ারম্যানকে ২৮ নবেম্বর বিশেষ ব্যবস্থায় চীন পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এ দায় কী করে এড়াবেন এলাকার নির্বাচিত সাংসদ জাফরুল ইসলাম চৌধুরী?

মৃত্যু উপত্যকা বাঁশখালী : চলছে জমি দখলের পালায় হত্যাজঙ্ক!

৮ম সংসদ নির্বাচনের পর থেকে বাঁশখালীতে জীবন্ত পুড়িয়ে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে নিহত হয়েছে আঠারোজন। গত ৮ মার্চ ২০০৩ মধ্যরাতে শ্রীলতাহানী এবং ভিটে দখলে ব্যর্থ হয়ে মাটির ছোট ঘরে পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দেয়া হয় শ্রমজীবী বিধবা রমণী আরতি বাল্লা, কিশোরী স্কুলছাত্রী চম্পা বাল্লা (১৩) এবং আরতির মাসহ তিন জনকে। এর আগে ২০০২-এর প্রথম দিকে পালোগ্রামে এভাবে আঙন জ্বলে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় দুই মহিলা ও দুই পুরুষকে। এ ঘটনাগুলোর মূল হোতা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে একই ব্যক্তি আমিনুর রহমান চৌধুরী!

শতাব্দীর ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায় : সংখ্যালঘু নির্ধাতন

বাঁশখালী সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল। এখানে গত এক শতাব্দীর ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন করেছে গত দু' বছরের সংখ্যালঘু নির্ধাতনের

বর্বরতা। এমন বক্তব্য সব মহলে। ৬৮ বছর আগে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কালিপুর নাসেরা খাতুন রাজকুমারী বালিকা বিদ্যালয়।

ব্রিটিশ এক্সেস সুপারিনটেনডেন্ট শফিকুর রহমান সিদ্দিকীর স্ত্রী নাসেরা খাতুন এবং জমিদার যোগেশ দত্তের স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুল এখনো অসাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃত্বের অটুট নিদর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে এ স্কুল স্থানীয় কমিটি দ্বারা পরিচালিত। নাম হয়ে গেছে নাসেরা খাতুন আর. কে (!) বালিকা বিদ্যালয়। যারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কেউ নেই এই কমিটিতে! হিন্দু জমিদার এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সমাজ সেবার প্রতিটি চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দেবার অপচেষ্টা যেন প্রতিটি অঞ্চলে; অসহায় সাধারণ জনগোষ্ঠী খুব সহজেই সন্ত্রাসের বলি হচ্ছে। প্রশাসন সন্ত্রাসীর পৃষ্ঠপোষকতার ভূমিকায় দাঁড়িয়েছে যেন!

‘ডাকাতি নিশ্চিত’- বলেন ডিআইজি আবদুস সাত্তার : রবীন্দ্রনাথ শেষ আশ্রয়

১৯ নবেম্বর রাত ৮টায় তাৎক্ষণিক সংবাদ সম্মেলন ডাকেন ডিআইজি আবদুস সাত্তার। চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার অফিসে এ সংবাদ সম্মেলনে ১১ জনের নৃশংস হত্যার ঘটনায় ‘কোনো অবস্থাতেই ডাকাতি ছাড়া কিছু পাইনি’। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিসহ সরেজমিন পরিদর্শনে এ তথ্য প্রাপ্তির সংবাদ জানাতেই তার এ উদ্যোগ। শেষ করলেন ‘রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, ‘আছে সব আছে তোমার চোখের সম্মুখে অব্যবহৃত মন, কিছুই নয় গোপন!’

গোপন কিছুই নেই : ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে শোকে স্তব্ধ, ক্ষুব্ধ স্বজনেরা!

সত্যিই যেন কিছু গোপন নেই, পুরো বিষয়টি দিবালোকের মতো স্বচ্ছ সবার কাছে! এলাকাবাসীর কারো এতোটুকু স্বস্তি নেই! প্রতিবেশী গ্রাম গুণাগুণীর সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ মোহাম্মদ আলী এ বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের পর থেকে এসে বসে থাকেন শীলপাড়ার এ মৃত্যু উপত্যকায়! হলহল চোখে চেয়ে থাকেন জীবন্ত দক্ষ দেহাবশেষগুলোর দিকে। ২০ নবেম্বর সকালে তিনি এ প্রতিবেদককে বলেন, ‘হিন্দুপাড়ায় এ ধরনের ঘটনা বেশি হচ্ছে। ডাকাতিও। আমার ঘরে কখনো ডাকাতি হয়নি। এভাবে পুড়িয়ে মানুষ মারার ঘটনা আমার জীবনে দেখি নাই এদের মতো নিরীহ মানুষকে এভাবে মারতে পারে মানুষ?’ মাদ্রাসা শিক্ষক দিদারুল শোকার্ত স্বরে বললেন, ‘ধর্মের কোথাও এমন বীভৎসতার সমর্থন নেই! তবু এরা এসব করে পারছে দেখছি!’ বীভৎস দেহাবশেষ, পোড়া ভিটে দেখে চোখ মুছে ফিরে যাচ্ছে দূরান্তের প্রতিবেশী ফাতেমা, আসমা। বোরখার



প্রতিবেশী আলী শীল পরিবারের ঘটনায় শোকাভুর



এ্যানি, প্রসাদী, বাউটির বাবা শচীন চন্দ্রশীল

আঁচল ভিজছে তাদের শোকে! জন্ম জন্মান্তরের সুহৃদ এরা কখনো করেনি ধর্মভেদ, জাতিভেদ! ধিক্কার দিয়ে যায় হিংস্র খুনিদের প্রতি; সমবেদনার ভাষা হারিয়েছে বীভৎস লাশ দেখে!

বেঁচে যাওয়া পল্লী চিকিৎসক বিমল শীল : কী করে ভিটেয় ফিরবো?

গুরুতর আহত পল্লী চিকিৎসক বিমলের প্রশ্ন-যে নৃশংসতা ঘটেছে, একজন পল্লী চিকিৎসক হিসেবে চরম নিরাপত্তাহীনতার মাঝে কী করে আবার ফিরে যাবেন? বিমলের স্ত্রী বারবার কেঁদে ওঠেন স্বজনদের শোকে! বাপের বাড়ি বেড়াতে এসে বেঁচে যান তিনি।

বিএমএ নেতার (ড্যাব) ক্লিনিকে পুলিশ প্রহরায় বিমল

আহত বিমলকে ১৯ নবেম্বর সন্ধ্যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর হেলিকপ্টারে করে এনে ভর্তি করা হয় মা-মনি হাসপাতালে। এ হাসপাতাল বিএনপি (ড্যাব) নেতা ডা. খুরশীদ জামিল চৌধুরীর। দলীয় আওতাভুক্ত রেখে আহতকে আর তার পরিবারকে হাতের মুঠোয় রাখার এ উদ্যোগ সমালোচিত হচ্ছে বারবার। সরকারি

হাসপাতালে প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে সুচিকিৎসা হলে বিমল এবং তার পরিবারের সঙ্গে অন্যরাও স্বাভাবিক বলেই ধরে নিতো- যা হয়নি।

বর্বরতার নেপথ্য নায়ক আমিন : পিয়ন থেকে গডফাদার!

বাঁশখালী ডিগ্রি কলেজের পিয়ন থেকে ১২ বছরে দুই টার্ম বিএনপি শাসনামলে আমিনকে বাঁশখালীর সন্ত্রাস,

নির্যাতন, ডাকাতির গডফাদারে পরিণত করেছে। সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা বাঁশখালীর পাহাড় পরিবেষ্টিত ঘন জঙ্গল, উপকূলীয় চরাঞ্চলের সঙ্গে দলীয় প্রশাসন বিশাল সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। নির্বাচনের পর থেকে প্রতিটি নৃশংস ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে গিয়ে মামলা করতে বাধা দিয়েছে আমিন নিজে দাঁড়িয়ে। প্রশাসন যখন বাধ্য হয়েছে মামলা করতে- বাদী পুলিশ না হয়ে পরিকল্পিতভাবে বাদী করা হয়েছে নিহতদের পরিবারের কোনো সদস্যকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে। তাৎক্ষণিকভাবে বাদী নিজে না জানলেও পরবর্তীতে হুমকি দিয়ে মামলা ওঠাতে বাধ্য করা হলে তারা সন্তুষ্ট হয়ে মামলা উঠিয়ে বা স্বাক্ষর না দিয়ে সরে আসতে বাধ্য হয়। এভাবে প্রতিটি নৃশংসতায় প্রশাসন অপরাধীর পাশে দাঁড়িয়ে সহায়ক হচ্ছে আরো নৃশংসতার। জমি এবং নারী এই দুইয়ের প্রতি লোভ হিংস্র হয়েনায় পরিণত করেছে স্থানীয় সন্ত্রাসীদের। প্রয়োজন প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ।

এলাকার সাংসদ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল : অভয়বাণী কার জন্য?

১৩ মে সোমবার ২০০২ সাল। হলহল ডাকাতির (তার ভাষায়) কারণে এলাকা পরিদর্শন করে অভয় দিয়ে যান। পরদিন ১৪ মে রাতে মুহুরিবাড়িতে ডাকাতি হয়। খিল কেটে টিভি, ভিসিআর, ২ লক্ষাধিক টাকা নিয়ে যাবার পথে প্রতিবেশী বিজয় গোপাল হোড়ের দেড়তলা মাটির ঘরে ঢুকতে ব্যর্থ হয়ে ১৪ ফুট ওপরে জানালা কেটে ঢোকে। বৃদ্ধ দু’জনকে অশ্রাব্য গালাগালের পর ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধাকে চরম নির্যাতন করে পরিধেয় কাপড় ছিঁড়ে দেয়। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, তাদের বললাম, ‘বাবারা আমার কানের রিং দুটো খুলে দিচ্ছি, টানাটানি করো না।’ বৃদ্ধ স্বামীর সামনে নির্যাতিত স্ত্রী বিজয় কৃষ্ণ মুক স্তব্ধ! কিছুই পায়নি তারা সেই ঘরে। একটি ছাতা আর নগদ ৭০ টাকা পায় বিজয় কৃষ্ণের বাড়িতে। বৃকে আলমারি ফেলে কুপিয়ে কেটে বের করে সেই

টাকা। (সাপ্তাহিক ২০০০ ৫ জুলাই ২০০৩) সামান্য একটি উদাহরণ মাত্র। তরুণী যুবতীদের যথাসম্ভব সরিয়ে রাখা হচ্ছে এলাকার ভিটেমাটি থেকে। চরম নির্যাতন, জীবন্ত হত্যা সবকিছুর পরও কিছু পরিবার ভিটে আঁকড়ে আছে, কিছু পরিবারের প্রশ্ন এলাকার সাংসদের অভয়বাণী কার জন্য? কেন এলাকার জনগণের জন্য নয়? কেন তিনি 'আমিন'দের রক্ষাকর্তা হবেন? বাঁশখালীতে নারী এবং জমির প্রতি লোলুপদৃষ্টির হিংস্রতা আর কতোদিন অব্যাহত থাকবে?

আদি হাট রামদাস মুন্সীর হাট : আমিন শপিং কমপ্লেক্স দখলের ধারাবাহিকতা

রামদাস মুন্সীর হাট এলাকার প্রতিষ্ঠিত আদি হাট। সরোজ জমিদারের সময় থেকেই এ হাটে আমিন চেয়ারম্যান জোর দখলি জায়গায় স্থাপন করেছে আমিন শপিং কমপ্লেক্স। এরই ধারাবাহিকতায় চলছে প্রতিটি এলাকা দখল!

মন্ত্রীর এলাকায় নাপিতপাড়া : দখল চলছে পুকুর, ধানি জমি, ভিটে : দায়ী চিহ্নিতজনেরা

সাধনপুর শীলপাড়া নাপিতপাড়া হিসেবে পরিচিত। এখানে নামমাত্র মূল্যে কেনা অথবা জোরদখল। এভাবে শীলপাড়া পরিণত হচ্ছে মুসলিমপাড়ায়। দেলোয়ার হোসেন একজন ক্রেতা। তার কেনা জমিও দখল করে নিয়েছে নূরুল ইসলাম। আমিন চেয়ারম্যানের খাস লোক। এই নাপিত পুকুরের পাশে ছিল শীলপাড়ার শ্মশান। নূরুল ইসলাম পুকুরসহ (১ কানি) সাড়ে তিন কানি জায়গা বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে- তুলে ফেলেছে পুকুরের ঘাট। এ বিশাল পুকুর চারধারের বিশাল গাছপালাসহ দখল করে নিয়েছে নূরুল ইসলাম। এই পুকুরেরই কয়েকশ' গজ দূরত্বে প্রতিমন্ত্রীর বাড়ি। এবার পূজায় মন্ত্রী এসব এলাকা সফর করে গেছেন। পারেননি তাদের ভিটেয় নিশ্চিন্ত থাকতে দেবার নিশ্চয়তা দিতে। ধীরে ধীরে ভিটে ছাড়া হচ্ছে একের পর একজন।

মনমোহনশীল - এ বছরের আগস্টে নূরুল ইসলামের হুমকিতে সাদা স্ট্যাম্পে সহি দিতে বাধ্য হলেন! পরিণতিতে তার ২ গন্ডা জায়গা দখল করে নেয়। মনমোহন শীল সর্বস্ব হারিয়েও সন্ত্রস্ত কখন তাকেও জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়- এই প্রতিবেদকের সঙ্গে ভয়ে কোনো কথাই বলেননি তিনি।

একই ধারাবাহিকতায় শচীন্দ্র শীল- তার মেয়েরা হুমকির মুখে!

নারী-জমি একাকার হয়ে গেছে বাঁশখালীর সন্ত্রাসীদের কাছে। দুই-ই তাদের চাই। শচীন্দ্র শীল নূরুল ইসলামের কাছে ১৫ হাজার টাকা



এই পুকুর দখল নিয়ে বিরোধ



নিহত এ্যানি

পাবেন। কয়েক বছর আগে তার বাড়ির দক্ষিণের ছোট পুকুরসহ ১২ গন্ডা জায়গা নূরুল ইসলাম দখলে নেয়। পরে অন্যকে বেচে দেয়। নামমাত্র মূল্য ১৫ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি আর রক্ষা হয়নি। এ প্রসঙ্গে শচীন্দ্র শীল এই প্রতিবেদককে কিছুই বলেননি। প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে পাওয়া তথ্য মতে কিশোরী তরুণী মেয়ে অপহরণ-নির্যাতনের অব্যাহত হুমকির মুখে প্রতিটি হিন্দু পরিবার সন্ত্রস্ত। রাজনৈতিক সহিংসার ভয়াবহ পরিণতিতে ভিটেহারা হচ্ছে অসংখ্য পরিবার! যেভাবে আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে তেজেন্দ্র মাটির ঘরকে আশ্রয় হিসেবে নিয়েছে নিরীহ শীল পরিবার! জ্যান্ত পুড়িয়ে কয়লা করে সন্ত্রাসীরা তাদের অজেয় শক্তি জানান দিয়ে গেলো!

তেজেন্দ্র শীলের ভিটেতে...

একেবারেই সাদামাটা জীবনের তেজেন্দ্রশীল অশীতিপর বৃদ্ধ। স্ত্রী বকুল বালা শীল (৬৫), ভায়রা দেবেন্দ্র শীল (৭৫), পুত্র অনিল শীল (৬৫), অনিলের স্ত্রী স্মৃতিশীল (২৫), এদের দু'কন্যা রুমী শীল (১০), সোনিয়া শীল (৭), তিন দিনের নবজাতক কার্তিক শীল, তেজেন্দ্র শীলের আত্মপুত্রী বাবুটি (বাউটা) শীল (২০), প্রসাদী (১৬) এবং এ্যানী শীল (১৪) সহ ঘুমাতে যায় রাত ১০টার দিকে। চারদিক সুমসাম নীরব। রাত ১১টার পর সংঘবদ্ধ সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল এসে দরজা



আগুনে পুড়ে নিহত প্রসাদী

ধাক্কিয়ে হুমকি দেয় সবাইকে বেরিয়ে আসতে। ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে দোতলায় তেজেন্দ্র শীলের পরিবারের প্রত্যেকে। আগুনে পুড়িয়ে দেবার হুমকিতেও বেরোয় না কেউ। তরুণী-কিশোরীদের ওপর হবে অকথ্য নির্যাতন- এই ভয়ে বাউটা, প্রসাদী, এ্যানি জড়াজড়ি করে দেয়ালের সঙ্গে সিঁটিয়ে থাকে। বকুল বালা, স্মৃতি গননবিদারী আত্ননাদে আহ্বান করে প্রতিবেশী স্বজনদের 'উজাও-উজাও ডাকাত পড়েছে- পড়শীরা উজাও!' এ্যানি, প্রসাদী, বাউটা চিঁচিয়ে বলে 'ভাই রে! আমাদের বাঁচা।' অনিল চিঁচিয়ে আত্ননাদ করেন 'পালাম না তো বোন তোদের বাঁচাতে পারলাম না!' পড়শীরা এগোতে গিয়ে ফাঁকা গুলির শব্দে পিছিয়ে যান। পিছিয়ে যান এ্যানি, প্রসাদী, বাউটার বাবা শচীন্দ্র শীলও (৬৫) কয়েকজনকে সাহস করে ডাকতে যান তরু। ঘরের ফুটা দিয়ে অন্য ঘরের ভেতর থেকে দেখা যায়, একজন টর্চ ধরেছে- একজন দরজা ভাঙতে থাকে, ৪/৫ জন সংঘবদ্ধ করে জটলা দেখা যায়। চারদিকে ঘিরে থাকে ৩০ জনের মতো- অন্ধকারে মাথা দেখা যায়। ভেতরের আর্তিচংকারে স্বজনদের বুক ফেটে যায়! বৈদ্যুতিক সংযোগ আগেই বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে সন্ত্রাসী দল।

শচীন্দ্রনাথ শীল এই প্রতিবেদককে বলেন, 'আগুনের একটু খোঁয়া আসছে ভেতর থেকে, ভাবলাম কাপড়ে আগুন ধরিয়েছে হয়তো! আগুনের শিখা বড় হতে দেখে ধরতে গেছি 'কারেন্ট' ধাক্কা দিচ্ছে বার বার। পানি মারা শুরু করলাম বালতি দিয়ে। কয়েক বালতি ঢালার পর হতাশ হয়ে যাই- কোথাও কোনো সাড়া নেই। 'বড়দা-রে!' ডাক দিয়ে সাড়া পাই না। অস্ফুট স্বরে 'কাকা!' শব্দ শুনে ভেবেছি অন্য কেউ- পরে জেনেছি সেটা বিমল আহত হয়ে লাফিয়ে পড়ে ডাকছিল!'

পূর্বপরিকল্পিত এ বর্বরতার শেষ কোথায়?

এ যেন বর্বরতার চূড়ান্ত অধ্যায়! নারী-জমি এই দু'য়ের একটি যে একজনের বাড়িতে আছে সেই টাগেট! পূর্বপরিকল্পিতভাবে এ বর্বরতার হোতার প্রশাসনের প্রশয়ে লালিত। যখন যে সরকারই আসুক না কেন বর্বরদের শান্তি যেন অলীক কল্পনা!